IslamHouse.com
1437

মক্কার কবরস্থান আল - মু‘আল্লা

الزيارة الشرعية لمقبرة المعلا

<Bengal - বাঙালি - بنغالي >

একদল বিজ্ঞ আলেম

جماعة من العلماء

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্‌ফান
সম্পাদক : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

ترجمة: محمد عبد الرب عفان
مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

[illegible]

[illegible]: [illegible]:

[illegible] [illegible] [illegible] [

“[illegible]”[4]
[illegible]:

(أ) [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]:

«فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ»
“[illegible]”[5]
(ب) [illegible] [illegible] [illegible]

1

“রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি কবরে বসতে , কবরে নির্মাণ কাজ করতে , প্লাস্টার করতে ও তার উপর লিখতে নিষেধ করতে শুনেছি।”[7]

উল্লিখিত আলামত স্থাপনের যে অর্থ বুঝায় , তা অবশ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে ; কিছুকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর। কেননা কবর চেনা -জানার ব্যাপারে শরী ‘আতের কোনো বিধি-বিধানের সম্পর্ক নেই। এ জন্যই মু ‘আল্লা কবরস্থানের চিহ্নগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে , তাই নিশ্চিতভাবে তা চেনা বা জানা যায় না।

ইবন জুবায়ের তার ৫৭৮ সনের ভ্রমনে মু ‘আল্লা কবরস্থান সম্পর্কে বলেন : উল্লিখিত কবরস্থানটি একদল সাহাবী , তাবে ‘ঈ, ওলী ও সৎলোকের দাফনস্থল। তার লক্ষ্যস্থলগুলো বিলুপ্ত হয়েছে এবং শহরবাসী হতে তাদের নামও মিটে গেছে।

অতঃপর তিনি কিছু সংখ্যক আলিম থেকে কতিপয় দলীল বর্ণনা করেন। তারপর বলেন : এগুলোই কতিপয় আলিম থেকে জানা দলীল। এসবই যেমন দেখছেন বিবেকসম্মত কথা। এর স্বীকৃতি ব্যতীত অস্বীকার করার কোনো পথ নেই , যে কতিপয় সাহাবী , তাবে ‘ঈ ও তাদের পরবর্তীতে বড় -বড় আলিম ও সৎ ব্যক্তি যাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় , তারা সেই মক্কা কবরস্থানে দাফন হয়ে রয়েছেন ; কিন্তু সঠিকভাবে তাদের কবরগুলোকে আমরা নির্ধারণ করতে পারব না। আর তাদের কবর চেনা বা না চেনাতে কোনো উপকার বা অপকারও অর্জন হবে না ; বরং তাদের জন্য আমাদের পক্ষ হতে দো ‘আ ও ক্ষমা প্রার্থনাই তাদের নিকট পৌঁছবে , তারা ভূ -খণ্ডের প্রাচ্যেই থাকুন আর প্রাশ্চ্যত্যেই থাকুন।

পঞ্চমত **:** কোনো কোনো যিয়ারতকারী যেসব সুন্নাত পরিপন্থী বিষয়ে লিপ্ত হয়

কবর যিয়ারতকারীর উচিত , সে যেন তার যিয়ারতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতী পদ্ধতি পালন করে এবং সে সব বিষয়ে পতিত হওয়া থেকে সতর্ক হয় যা হবে সুন্নাত পরিপন্থী ও তাকে তা গুনাহে নিপতিত করবে , বা তার নেকী কমে যাবে। নিম্নে এমন কতিপয় শরী ‘আত পরিপন্থী বিষয় উল্লেখ করা হল যাতে কোনো কোনো যিয়ারতকারী পতিত হয়ে থাকে। যেন যিয়ারতকারীগণ সেগুলোতে পতিত হওয়া থেকে বাঁচতে পারে :

১। কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের উসীলা করা , তাদের নিকট ফরিয়াদ করা ও তাদের নিকট সুপারিশ তলব করা।

২। কবরের সম্মুখে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা। বিনয় -নম্রতা প্রকাশ করা ও এমন বিশ্বাসে নীরবতা পালন করা যে , এমন করা শরী ‘আত নির্দেশিত আদবের অন্তর্ভুক্ত। এসব হলো , বাড়াবাড়ি ও কবরবাসীদের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা। কবরবাসীর সাথে এমন করা শির্কের উসীলা ও মাধ্যম।

৩। কবরবাসীর জন্য সিজদা ও রুকু করা , অথচ সাজদাহ ও রুকু ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা আল্লাহ ব্যতীত কারো জন্য করা জায়েয নয়।

৪। কবরস্থানের ভিতরে -বাইরে কবুতরের জন্য এমন বিশ্বাস শস্য দানা নিক্ষেপ করা যে , তাতে রয়েছে নেকী ও প্রতিদান। বিশেষ করে তা কবুতরকে খাওয়ানোর মধ্যে বা তাতে বরকত রয়েছে এমন বিশ্বাস পোষণ। এমন কর্ম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নি , না কোনো সাহাবা করেছেন আর না কোনো তাবে ‘ঈ বা সালাফে সালেহীন করেছেন। সুতরাং তা হলো দীনের মধ্যে নব আবিস্কৃত বিদ ‘আত। অনুরূপ এতে খাদ্যের অবমাননা ও পথিককে কষ্ট দেওয়া হয়।

---

[7] আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩৩২৫ , ৩২২৬, তিরমিযী , হাদীস নং ১০৫২ , নাসাঈ , হাদীস নং ২০২৭ ; হাকেম : ১/৫২৫ তিনি সহীহ বলেছেন।

IslamHouse.com

- [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]